বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত ভাষায় মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতানুগত বাণযুদ্ধ নামে যে মনোহর উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া উষাহরণ নাম প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ সুললিত ছন্দবন্ধে এই পুস্তক খানি বিরচিত হইল। ইহা মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটী মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। আর সর্ব্ব সাধারণের পাঠ সুলভের নিমিত্ত মূলগ্রন্থের (অবিকল) দুরূহ অংশ সকল পরিত্যক্ত হইয়া সুসঙ্গত বোধে ও রসপুষ্টির নিমিত্ত কোন কোন স্থানে নূতন ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংস্কৃত উপাখ্যান পাঠে যে প্রকার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে এবং তাহার বর্ণনা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই পদ্য অনুবাদ পাঠে তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যেহেতু পদ্যরচনাবিষয়ে আমি এই প্রাথমিক লেখনী সঞ্চালন করিতেছি। যদিও মৎকর্ত্তৃক এই ক্ষুদ্র পদ্য বিশুদ্ধ পদ্যোদ্যান বিকসিত, পুষ্পমধুপায়ী মধুব্রত স্বরূপ পাঠক নিকরের নিকট সমাদৃত হইবে না, ইহা সত্য; তথাপি পদ্য

ঊষাহরণ।

অমৃতাক্ষর ছন্দ।

মহাবলী বলি রাজা বিগ্রহকেশরী।
বাণ নামে তাঁর পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
সে ছিল যে ত্রিসংসারে বীর চূড়ামণি।
পরে দশ শত করে অস্ত্র শোভা করে।
ভাবে মনে যুঝে হেন কোথা আছে বীর
ভাবি ভক্তিভাবে সে মহেশে যোড় করে
স্বীয় পুরে স্তুতি করে বলে হে পিনাকি।
এ দাসে করুণা করি বর বিতরেছ।
যে সময়ে দশ শত করে পূর্ণ বলে।
দেখি বীর শূন্য হইয়াছে ধরাতলে।।
তাই বলি হে প্রমথাধিপ মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিভুবনে মম সঙ্গে যুঝে হেন বীর।
কে আছে সমরে বল শুনি তোমা বিনা।
আর কে পূরাবে মোর মনের মনন।
কৃপা করি রণ যদি কর এক বার।।
সুখ আশে যুদ্ধ করি দিক্‌পাল সনে।
ভয়ে ভীত হয়ে তারা সব পলাইল।
সে আশা নিরাশা হলে বন্ধুঃ পরিহরি।
ছিল পুরভাগে গিরি তারে মুষ্ট্যাঘাতে
ভূমিসাৎ করে আইলাম নিজালয়।।

উষাহরণ ।

শুনি অহঙ্কার বাক্য ক্রোধে শূলধারী ।
ত্রিপুরারি অগ্নি সম হয়ে কহিছেন ।
যাইত এখনি মম শূলে তোর প্রাণ ।
অরে মূঢ়াধম দৈত্যপতি কি সাহসে ।
বাঞ্ছা করিয়াছ মনে মম সঙ্গে রণ ॥
প্রিয়ভক্ত বলে তোরে আজি ক্ষমিলাম ।
অরে বান শুন তোর যুদ্ধের বিধান ।
যে কালে সহসা সৌধচূড়া ভাঙ্গিবেরে ।
সে কালে পাইবি তুই মম তুল্য বীর ।
তার সহ যুদ্ধে তোর দর্প হবে ক্ষয় ॥
ধূর্জ্জটীর এত বাক্য শুনে দৈত্য বাণ ।
না বুঝিয়ে দেব মায়া আসি নিজালয় ।
অন্তরে সে বীরে সদা ভাবে পাবে কবে ।
শ্যাম বলে ওহে বাণ ভেবনা ভেবনা ।
পূরাবে তোমার উষা মনের বাসনা ॥

গ্রন্থারম্ভ ।

বাণ কন্যা উষার রূপেতে হারে শশী ।
নবীন যৌবনা ধন্যা বয়সে ষোড়শী ।
[illegible] বেণীরূপা ফণী
[illegible] ভূপ নিশামণি ॥
[illegible] অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতে ।
[illegible] গৃধিনী নিন্দিত [illegible] ।

পঞ্চশরে কটাক্ষের সম কেবা করে।
কটুভাষ তার কাছে কত কটু ধরে॥
নাসার গঠনে তিলফুল গড়িয়াছে।
খগপতি চঞ্চু না কি শোভে তার কাছে॥
সুধার আধার বিধি অধরে দেখিয়া।
ত্যজিল বান্ধুলি বিম্বে তিক্তরস দিয়া॥
হাসিতে উথলে যার অমৃতের সিন্ধু।
কতক্ষণ লাগে তারে ভুলাইতে ইন্দু॥
দন্ত কান্তি দেখি ইন্দু ক্ষীণ কর করে।
সিন্দূর মার্জ্জিত মতি কত শোভা ধরে॥
যদি করে কণ্ঠরব উষা রূপবতী।
শিখিবারে কোকিল বিকল হয় অতি॥
ভুজ দেখি ভুজঙ্গিনী বিবরে লুকায়।
জলে গেল পদ্মনাল কাঁটা লয়ে গায়॥
নিন্দিত কদম্ব ঘট পীন পয়োধরে।
দেখিয়া দাড়িম্ব দুঃখে বুক ফাটি মরে॥
ভুবন বিজয়ী কামে যৌবনের জোরে।
বান্ধিয়া রেখেছে ধনী ত্রিবলির ডোরে।
ডমরু মেনেছে হারি কটি দরশনে।
শুনে প্রণমিয়া হরি পলায়েছে বনে॥
দেখি উচ্চতর নিতম্বের পরিপাটি।
ভেবে ভেবে শোকেতে মেদিনী হলো মাটী॥
নাভিকূপে বসে কাম লয়ে সপ্তললে।
স্তন চক্রবাকে লক্ষ্যে লোমাবলী ছলে॥

রস ভাণ্ডারেতে রতি আছে মূর্ত্তিমান।
তারে রক্ষা করে কাম লয়ে পঞ্চবাণ।।
করিকর জিনি চারু ঊরু শোভা করে।
তার কাছে রামরম্ভা কত শোভা ধরে।।
ভয় করি করিকরে কিশলয় দলে।
লুকায়েছে রক্ত শতদল পদতলে।।
চন্দ্রমুখী উষা যদি করয়ে গমন।
তাই দেখে শিখে গতি মরাল বারণ।।
শুনে যদি ভৃঙ্গ তার নূপুরের ধ্বনি।
নীরব হইয়া পদে পড়য়ে অমনি।।
মহাবীর অনিরুদ্ধ কামের কুমার।
কি আছে রূপের সম কাম পিতা যার।।
যামিনীর শেষে উষা ছিল ঘুমাইয়া।
স্বপনে নরিয়া তারে উঠে চমকিয়া।।
ইতস্ততঃ দেখে বালা অরুণ নয়নে।
স্বপনবেহারী তারে হেরিবে কেমনে।।
প্রাণনাথে না পাইয়া সুধাংশুবদনী।
ব্যাকুলা হইলা যেন মণিহারা ফণী।।
অধীরা হইয়া ধনী ধরাতে পড়িল।
বিরহ আসিয়া বেগে অমনি ধরিল।।
শ্যাম বলে ধন্য তোরে অরে ফুলবাণ।
বিহার জ্বলন কত তবু ফুলবাণ।

বিরহ।

মলিন বদন ইন্দু, শুকায়ে সুখের সিন্ধু,
উথলিল বিরহ সাগর।
কান্দে উষা রসবতী, না দেখিয়া স্বপ্নপতি,
নেত্রজলে ভাসে পয়োধর॥
বিরহ বিকার জ্বালা, সহিতে না পারি বালা,
কোমলাঙ্গী পড়িয়া ধরায়।
মূর্চ্ছাগত হলো প্রায়, কেবল প্রেমের দায়,
স্বর্ণলতা ধূলায় লোটায়॥
বিকীর্ণ কবরীপাশ, শিথিল হয়েছে বাস,
ঘনশ্বাস বহিছে প্রবল।
শোকানল জ্বলে চিতে, না পারি ধৈর্য্য ধরিতে,
বিরহেতে হইল বিকল॥
কিছুকাল পরে সতী, বলে কোথা প্রাণপতি,
স্বপ্নে আসি দিলে দরশন।
এরে পেয়ে কোন দোষ, অবলার প্রতি রো[illegible]
করি কেন বধিছ জীবন॥
কি দিবা কিবা যামিনী, সদা তব পিপাসিনী,
তোমা বিনা কে আছে আমার।
বল হে স্বপ্নবিলাসী, এ পিপাসা কিসে না[illegible]
বিনা তব প্রেম সুধাধার॥
কলঙ্কী যে সুধাকর, স্ত্রী বধে করেনা ডর,
চন্দ্রমেতে উদগারে গরল।

নিজে পোড়ায়ে মদন, তাপে সে দহে সদন,
বিষবায়ু বহিছে অনল ॥
মেঘ ভৃঙ্গ আদি যত, সব শক্র অনুগত,
তব চিহ্ন অধিক প্রবল।
তবে যে মম ভূষণ, করিছে দেহ দংশন,
নাথ তব বিরহে কেবল ॥
তব প্রেম পারাবার, যৌবনতরি আমার,
উঠিয়াছে তাহাতে ভাসিয়া।
এই দুঃখ উপজিল, তব কলঙ্ক রাখিল,
অনাথিনী পরাণে মরিয়া।
বসিয়া আমার পাশে, সুধাসম প্রিয়ভাষে,
তুষিলে হে হয়ে অনুকূল।
এবে কেন প্রতিকূল, দুষ্ট শঠ সমতুল,
হয়ে মোর ভাসিলে দুকূল ॥
প্রাণ আছে তব কাছে, এই হেতু দেহ আছে,
যদি দেহে থাকিত আমার।
তবে নাথ কি করিতে, কে রাখিত কারে দিতে,
এ দুরূহ বিরহ তোমার ॥
এই বলে কান্দে উষা, ক্রমে আসি দেবী উষা,
পূর্ব্বভাগে হলেন উদয়।
নেত্রপত্রেতে নীর, পড়িছে যেন শিশির,
নিশ্বাসেতে বহিল মলয় ॥
কাক ডাকিয়া উঠিল, যেন সঙ্কেত করিল,
ত্রিভুবন বিলাসিনীগণে।

চলিল যত যুবতী, সন্ধ্যাকালে যেন গতি,
চক্রবাকী না দেখে নয়নে ॥
বিহঙ্গে করিল রব, জাগিল দম্পতি সব,
বাহুলতা বন্ধন খসিল।
মলিন করি কিরণ, ছাড়ি কুমুদিনীগণ,
শশী অস্তাচলেতে চলিল ॥
কুমুদ মুদিতকারী, সহস্র কিরণধারী,
পূর্ব্বভাগে কর বিস্তারিয়া।
পদ্মিনীর পদ্মানন, করিতে যেন চুম্বন,
মুদ্রাবাস দিছেন খুলিয়া ॥
পাইয়া আলোক লোক, অন্তরে হয়ে পুলক,
গৃহ হইতে বাহির হইল।
লুকাইল রাত্রিচর, প্রকাশিয়া স্বীয়স্বর,
দিবাচর নগর ব্যাপিল ॥
প্রভাতা হল রজনী, নিদ্রা ত্যজি সুবদনী,
চিত্ররেখা উঠিয়া বসিয়া।
দেখিল রাজনন্দিনী, যেন কত কাঙ্গালিনী,
কান্দিতেছে ধূলায় পড়িয়া ॥
শয়নারক্তলোচনা, ভয় বিশুষ্ক বদনা,
চিত্ররেখা হইয়া তখন।
বিগলিত কেশবাসে, দ্রুত আসি উষাপাশে,
জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসে কারণ।

জিজ্ঞাসা।

বল বল সখি দুঃখিনীর মত কেন বসে ধরাতলে।
কিসের অভাব মনেতে করিয়া ভাসিছ নয়নজলে॥
বসন ভূষণ শিথিল হয়েছে ধূলা লাগিয়াছে গায়।
তোমার এ দশা ও রাজকুমারি নয়নে কি দেখা যায়॥
এ নব যৌবনে না হইল বিয়া তাই বা ভেবেছ মনে।
উঠ চাঁদমুখি কালি দিব বিয়া বলিয়া রাজ সদনে॥
মনোমত পতি আমি দিব আনি সত্য এ বচন মোর।
শশির কোলেতে খেলিবে কুমুদ সুখের রবেনা ওর॥
নিযে প্রাণনাথে হৃদয়ে রাখিয়া যুড়াবে প্রাণ যখন।
সফল নয়ন করিব তখন এ পণ হবে পূরণ॥
উঠ উঠ উঠ ও চারুনয়নি কেঁদনা কেঁদনা আর।
রাত্তি পোহায়েছে লোকে দেখে পাছে মনে করে কিছু আর॥
সু কথার যশঃ ভুবন মাঝেতে অনেক যতনে ঘটে।
কুকথা হইলে ঘাটে মাঠে হাটে সবার মুখেতে রটে॥
যেমন তেমন ঘরের না হও রাজার ঘরের মেয়ে।
শত্রু সব আছে কি জানি কি বলে তোমার এ ভাব পেয়ে॥
ছিছি মেনে ইকি পাগলিনী হলে এ কথা বলে উষায়।
ভূতল হইতে কোলে বসাইয়া আঁচলে মুখ মুছায়॥
অমিয়া বচনে জিজ্ঞাসে উষারে কুম্ভাণ্ড নন্দিনী ধীরা।
কি লাগিয়া কান্দ বল বল বল আমার মাথার কীরা॥
ছল না করিয়া সত্য মোরে বল মনের কিবা মনন।
তোমার শপথ কারে না বলিব সাধিব তব সাধন॥

সখীর বচন শুনে সুবদনী নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে।
ওলো চিত্ররেখা কি আর বলিব দহিছে বিরহানলে ॥
নিশি অবশেষে ছিলাম ঘুমিয়া স্বপনে আসিয়া চোর।
দেব কি মানব নারিনু বুঝিতে পরাণ হরিল মোর ॥
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি আবেশে শরীর ভার।
কি গুণ করিয়া অদর্শন হল দহিছে দেহ আমার ॥
কিবা মনোহর মধুর মূরতি পিরীতি সুধার সার।
ত্রিভুবন মাঝে তেমন দেখিনা উপমা কি দিব তার ॥
বয়সে নবীন মনোহর বেশে অতি সুমধুর রূপ।
দেখিলে শীতল প্রাণ মনো হয় বড়ই রসের কূপ ॥
মুখ শতদল নয়ন খঞ্জন ভ্রূ যেন ভ্রমরপাঁতি।
অধরের রাগে প্রভাকর হারে বান্ধুলি কি ধরে ভাঁতি ॥
দুলিছে কুণ্ডল গৃধিনী নিন্দিত মনোহর শ্রুতিমূলে।
জ্ঞান হয় যেন শঙ্কিত ছলেতে ডাকিছে কামিনীকূলে ॥
আজানুলম্বিত বাহু করিকর প্রভাকর করতলে।
রমণী হৃদয়সরোজ দলিতে গড়িল বিধি বিরলে ॥
বসন্ত রসেতে হৃদয়ভাণ্ডার পূরণ করেছে কাম।
যেন কালফণী মণি প্রকাশিয়া আনয়ে আপন ধাম ॥
শ্যামকলেবর বিজলী বসন মেঘেতে যেন দামিনী।
সে রূপ দেখিলে মুনি মন টলে কি ছার কুলকামিনী ॥
হেন রূপ দেখে অবলার মনে কেমনে ধৈরজ ধরে।
নয়ন ভেদিয়া হৃদয়ে পশিয়া পরাণ লয়েছে হরে ॥
হৃদয় আমার পাষাণ যে নয় তেঁই সে এখন আছে।
কুল শীল মান যত কিছু বল সকল প্রাণের পাছে ॥

তাহার বিরহে দহিছে শরীর মনে কিছু নাহি লয়।
সতত সে রূপ জাগিতেছে মনে কি রূপে অবলা রয় ॥
কি জানি কেমন করিছে শরীর দারুণ কামের শরে।
ধিকি ধিকি করে হৃদয় দহিছে কি রূপে থাকি লো ঘরে ॥
মনের বেদনা সেই জন বিনা বল কে নাশিতে পারে।
হিয়ার মাঝারে যেমত হইছে সে কথা কহিব কারে ॥
তারে না পাইলে জীবন ছাড়িব শুন ওলো চিত্ররেখা।
স্নেহ যদি থাকে তবে তারে আনি করালো আমারে দেখা ॥
শুনে শ্যাম বলে শুন বিনোদিনি সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তার ঠাঁই ॥

সখী উক্তি।

উষার বচন শুনি কহে চিত্ররেখা।
সে জনে কেমনে আনি করাইব দেখা ॥
সে জন পুরুষ তুমি হও যে রমণী।
এ বড় বিষম কথা ও চাঁদবদনি ॥
স্ত্রীজাতি বিষম জাতি দোষ পায় পায়।
একথা অন্যেতে যেন শুনিতে না পায় ॥
দিন দুই থাক সহে হয়োনা ব্যাকুল।
ফুটায়েছে বিধি তব বিবাহের ফুল ॥
রাণীকে বলিব সখি কালি দিবে বিয়া।
আনিয়া সুন্দর বর জগত ছানিয়া ॥
পাবে পতি মনোমত ওগো রাজবালা।
নিবাইবে কামানল রবেনাক জ্বালা ॥

পতিমুখ সুধাকরে হয়ে চকোরিণী।
পীযূষ করিবে পান দিবস যামিনী ॥
নিদ্রার আবেশে কারে দেখেছ নয়নে।
তার লাগি ভাস কেন নয়নজীবনে ॥
কিবা নাম কোথা ধাম কার সে কুমার।
কি রূপ আকার কিছু জানিনাক তার ॥
কি রূপে চিনিব তারে কি আছে উপায়।
তারে মিলাইতে বল এ যে বড় দায় ॥
তাহারে বরিবে তুমি করিয়াছ পণ।
বুঝিলাম তোমারে গো স্মরেছে শমন ॥
আপনি মজিবে আর আমারে মজাবে।
জীবন থাকিতে মা বাপের মাথা খাবে ॥
মনে ভেবে দেখ সখি তুমি বা কেমন।
তোমাকে কি শোভা পায় করিতে এমন ॥
বাহুবলে বিদিত ভুবনে তব পিতা।
তাহার কুমারী তুমি লোকের পূজিতা ॥
তব পিতৃকুলকীর্ত্তি দুকুল সমান।
দিওনা তাহাতে সখি কালির নিশান ॥
গোপনে প্রেমের ভাব ছাপা নাহি রয়।
যেমন ভানু উদয়ে তমঃ পায় ক্ষয় ॥
গুপ্তপ্রেমে সুধালাভ করা সে বিষম।
সুধায় গরল উঠে হলে তরতম ॥
গোপনের প্রেম সই প্রকাশিলে পরে।
কলঙ্ক গঞ্জনা তারে দেয় ঘরে পরে ॥
তাই বলি সুবদনি এমন কাজেতে।
যেওনা যেওনা ইহা করোনা মনেতে ॥
শুনিয়া সখীর কথা উষা রূপবতী।
সজলনয়নে বলে করিয়া মিনতি ॥

শুন শুন ওলো সখি আমার বচন।
তাঁহার মিলন বিনা না রহে জীবন॥
দহিল জীবন যদি বিরহ অনল।
তবে লোকলাজে সখি কি করিবে বল॥
দিবানিশি সেই রূপ জাগিতেছে মনে।
কেমন করিয়া বল ভুলিব সে জনে॥
অবিরত মম মনঃ পোড়ে তার তরে।
এত দুঃখে বল কলঙ্কেতে কিবা করে॥
তাহার বিরহে সখি রহিতে না পারি।
কি রূপে পাইব তারে বলনা বিচারি॥
বিফলে এখন যদি এ যৌবন যায়।
কি করিবে বল শেষে বিবাহে আমায়॥
তৃষ্ণায় এখন যদি চাতকিনী মলো।
প্রাবৃটে বর্ষিয়া মেঘ কি করিবে বলো॥
আনিবারে তারে সখি যা লো ত্বরা করি।
বিলম্ব করোনা সই পায়ে তোর ধরি॥
শ্যাম বলে এ তোমার নহে পায়ে ধরা।
এ কেবল দাসীকে পিরীতে ব্রতী করা॥

পুনঃ সখীর উক্তি।

উষার বচন, শুনিয়া তখন,
কহে চিত্ররেখা হাসি।
একথা কেমনে, আনিলে বদনে,
আমি গো তোমারি দাসী॥
এ যে বলিলাম, মনঃ বুঝিলাম,
হওনা মনে উদাসী।

এ রূপ কথায়, হয়েছে কোথায়
ঠাকুরাণী ছাড়া দাসী ॥
তব সুখে সুখী, জেন বিধুমুখী,
যেমন তরুর মূলে।
সলিল প্রদানে, আপনাকে মানে,
শীতল পল্লবকুলে ॥
ওগো রসবতি, তুমি পাবে পতি,
তাতে কি দুঃখ আমার।
এ সুখ হইতে, কি ভাল বাসিতে,
বল সখি আছে আর ॥
মন্মথ সাগর, তুফান বিস্তর,
তুমি গো নবীনতরি।
কি রূপেতে পার, হবে তুমি তার,
এই ডরে মনে ডরি ॥
ওগো রসবতি, পিরীতির গতি,
ভেবে দেখ দেখি চিতে।
পিরীতিসাগরে, পড়িলে কি পরে,
উঠিতে পারিবে ভিতে ॥
গোপন প্রেমেতে, ভাল প্রথমেতে,
পরেতে পরাণ ফাটে;
শাঁখারীরগণ, করাত যেমন,
আসিতে যাইতে কাটে ॥
কুলবতী হয়ে, পিরীতি করয়ে,
এমতি ঘটে যে তারে।
চোরের জননী, যেমন সজনি,
ফুকারে কাঁদিতে নারে ॥
প্রেমের এ গতি, আছে রসবতি,
হয়োনা মনে আকুল।

যদি না শুনিবে, সতত কান্দিবে,
পাথারে ভাসিবে কুল ॥
বিশেষ কি রূপে, ঘটে চুপে চুপে,
ইহা যে মনে না লয়।
কি রূপে তোমারে, আনি দিব তারে,
মনেতে হতেছে ভয় ॥
এ যে অন্তঃপুরী, যেন যমপুরী,
রাজা যে দ্বিতীয় যম।
দ্বারপাল যারা, ভয়ঙ্কর তারা,
যম হতে কত কম ॥
হেন দ্বার দিয়া, কি রূপ করিয়া,
আনিব পরের ছেলে।
তুমিত না পাবে, মোর মাথা খাবে,
কিবা হবে তারে মেলে ॥
বিশেষ স্বপনে, দেখেছ যে জনে,
কেমন বা সে মুরতি।
এ বিষম দায়, ফেলিলে আমায়,
আনিতে স্বপনপতি ॥
যে জানেনা যারে, আনিবারে তারে,
পারে কি কখন নরে।
তোমার এ পণ, করিতে পূরণ,
না পারে বুঝি অমরে ॥
স্থির কর মনঃ, হইবে পূরণ
মনের যাহা মনন।
উতলা হইলে, ভাসে কি গো শীলে,
একাজ জেন তেমন ॥
সখীর বচন, শুনিয়া তখন,
অশ্রুমুখী ঊষা বলে।

কি আর বলিব, শরীর ছাড়িব,
পান করে হলাহলে ॥
জানিলাম সার, কপালে উষার,
না লিখেছে বিধি সুখ।
তোমা বিনা বল, কে করে সফল,
আর চাব কার মুখ ॥
কোন সুখ আশে, থাকি এই বাসে,
কহ না সখি বিচারি।
যৌবনের ভার,* কত সব আর,
কত বল ধরে নারী ॥
এ সংসারে আর, সমান আমার,
কে আছে চিরদুঃখিনী।
ধিক এ জীবন, ধিক রে মদন,
ধিক ধিক অনাথিনী ॥
এই কথা বলে, নয়নের জলে,
কমল দেহ ভাসিল।
বিরহবিধুরা, দেখি সুচতুরা,
চিত্ররেখা কোলে নিল ॥
বলে সুবদনে, ইহার কারণে,
কেঁদ না কেঁদ না আর।
অবশ্য সাধিব, তারে মিলাইব,
এ বচন জেন সার ॥
আকাশের শশী, আনিতে রূপসী,
এ দাসী তোমার পারে।
আনিতে রতন, লাগে কতক্ষণ,
যাইয়া সাগর পারে ॥
জেন ভূমণ্ডল, দেবতা সকল,
তন্ত্রে মন্ত্রে বশ হয়।

প্রমাণ তাহার, কুন্তীর কুমার,
ধর্ম্মপুত্রে লোকে কয় ।।
ইহার উপায়, বলি গো তোমায়,
পূজা কাত্যায়নী পায় ।
দেখ বৃন্দাবনে, গোপ রামাগণে,
কৃষ্ণ পতি তারা পায় ।।
রক্ষকুল অরি, পূজিয়া শঙ্করী,
রাবণে করেন ক্ষয় ।
ভীষ্মকবালিকা, আরাধি অম্বিকা,
কৃষ্ণের কামিনী হয় ।।
তাঁর কৃপা হলে, শিলা ভাসে জলে,
অসাধ্য হয় সাধন ।
ওগো সুবদনি, পূজ কাত্যায়নী,
অবশ্য হবে পূরণ ।।
শুনে সে বচন, উষার তখন,
যেন এলো প্রাণ ফিরে ।
সজল নয়নে, অমিয়া বচনে,
বলে ধনী ধীরে২ ।।
হাঁলো চিত্ররেখা, পাব কি লো দেখা,
ইহা যে মনে না লয় ।
তুমি তার মূল, হয়ে অনুকূল,
যদি পার তবে হয় ।।
নহিলে উষার, নাহি দেখি পার,
এ দুঃখেতে সখি আর ।
দে লো ত্বরা করি, পূজিব শঙ্করী,
আয়োজন করি তার ।।
শ্যাম শুনে বাণী, চিত্রপট আনি,
উষাকে দিল তখন ।

কর যোড় করি, পূজা সাঙ্গ করি,
প্রকাশ স্বীয় মনন ॥

উষার স্তব।

কর যোড় করি উষা কান্দিয়া কান্দিয়া।
কহিছে দেবীর কাছে বিনয় করিয়া ॥
ওগো শিবমনোরমা কৈলাসবাসিনি।
শিবরূপা শিবানী সুশিব প্রদায়িনী ॥
ভুবনপালিনী সৃষ্টি সংহারকারিণী।
সংশয়নাশিনী শিববক্ষঃ বিহারিণী ॥
চন্দ্রমুখী চন্দ্রচূড় চন্দ্র চকোরিণী।
চন্দ্রদুঃখ হরা শ্যামা চন্দ্রার্দ্ধধারিণী ॥
ভূধরতনয়া ধরা চুম্বিত কেশিনী।
ধূমাবতী ছিন্নমস্তা শ্মশানবাসিনী ॥
খরখড়্গাধরাপরা নৃমুণ্ডমালিনী।
সুবর্ণবরণা শুভ্রা আকাশবাসিনী ॥
বায়ু অগ্নি জলাকাশ ধরিত্রী ধারিণী।
ত্রিনয়না সহস্রাক্ষি ফণী বিভূষিণী ॥
ভৈরবী বগলা ভীমা ভীষণভাষিণী।
যোগিনী বেষ্টিতা দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী ॥
দৈত্যপত্নী মুখপদ্ম মুদিতকারিণী।
ত্রিপুর কুলিশ হৃদি ত্রিশূল ঘাতিনী ॥
রক্তবীজান্তক রিপুকুল সংহারিণী।
দুষ্টদল দলিতাক্ষি ভূভারবারিণী ॥
যুদ্ধরস রঙ্গিণী যুদ্ধ কুশলিনী।
ভক্তবাঞ্ছা ভগবতী মুক্তিপ্রদায়িনী ॥

কৃতান্তভয়বারিণী ত্রিতাপনাশনী।
ব্রজগোপবালা কৃষ্ণপতি প্রদায়িনী॥
ভীষ্মকদুহিতা করকমল পূজিতা।
মহামায়া যোগেশ্বরী ত্রিলোকবন্দিতা॥
অজ্ঞানরমণী আমি কি বলিব আর।
যা বলাও তাই বলি কৃপাতে তোমার॥
বীণাধারী যে মনস্বী মনের মনন।
বীণাতে প্রকাশে বীণা না জানে কারণ॥
মম জিহ্বাবীণা তুমি হও বীণাপাণি।
যা বলাও তাই বলি কিছুই না জানি॥
স্বপ্নপতি পতি মোরে দে গো শুভঙ্করি।
সে বিনা ত্রিপুরে অন্যে নাহি বাঞ্ছা করি॥
বিনাশ সকল মা গো দাসীর যাতনা।
হেরিও অপাঙ্গে এক বার ত্রিনয়না॥
উষার স্তবেতে দেবী সন্তোষ পাইয়া।
বিমান বিমানে থাকি কহেন ডাকিয়া॥
শুন শুন দৈত্যকুলপতির তনয়ে।
পাবে তুমি পতি রতিপতির তনয়ে॥
যেই তব স্বপ্নপতি তার বিবরণ।
বলিব সকল চিত্ররেখার সদন॥
সেই তব পূরাইবে মনের বাসনা।
যাও বাণবৎসে আর কেঁদনা কেঁদনা॥
দৈববাণী শুনে ধনী প্রফুল্ল অন্তরে।
করেতে পাইল যেন পূর্ণ সুধাকরে॥
জানিয়া মনেতে পূর্ণ হলো মনস্কাম।
করযোড়ি দেবীপদে করিল প্রণাম॥
শ্যামের নিকটে উষা আসিয়া তখন।
আনন্দেতে করে দোঁহে কথোপকথন॥

জিজ্ঞাসা।

চিত্ররেখা বলে সখি কি বর পাইলে।
উষা বলে পাব বর সে বর পাইলে॥
সখী বলে বুঝিলাম নাই তাঁর দয়া।
উষা বলে কোথা আছে ছাড়া তাঁর দয়া॥
সখি বলে তবে কেন দুঃখ নাহি ছাড়ে।
উষা বলে কর্ম্মপাকে দুঃখ নাহি ছাড়ে॥
সখী বলে সত্য তবে কর্ম্মই প্রধান।
উষা বলে সত্য তাঁর কর্ম্মই প্রধান॥
চিত্ররেখা বলে সখি এ সকল মায়া।
উষা বলে যত দেখ সব তাঁর মায়া॥
সখি বলে তবে কেন কান্দ তার তরে।
উষা বলে কান্দি মায়া বশে তার তরে॥
হাসি বলে চিত্ররেখা সে মায়া কেমন।
উষা বলে জেন সখি সে মায়া কেমন॥
উভয়েতে এই রূপে করে আলাপন।
এদিগে অচলে ভানু করিল শয়ন।
যামিনী সাপিনী ভানু মুদিত দেখিয়া।
পূর্ব্বাচল হতে উঠে মুখ বিস্তারিয়া॥
দীপিছে মাথা মণি পূর্ণ নিশাকর।
গিলিতে আসিছে যেন বিরহিণী কর॥
হাসিতেছে উল্লাসেতে যত কুমুদিনী।
দুঃখেতে মলিনী হয়েছে নলিনী॥

উড়িল মধুপকুল ছাড়ি পদ্মবন।
পদ্মিনী কুলের যেন উঠিল রোদন॥
রাত্রিচরে আসি দিবাচরে খেদাইল
চক্রবাকী চক্রবাকে ছাড়িয়া চলিল
প্রিয়াশূন্য চক্রবাক স্মরক্ষুণ্ণ মনে।
মুদিত কমলনেত্রে চাহে ক্ষণে ক্ষণে
ঢাকিয়া অর্দ্ধেক স্তন জলদ বসনে।
বার দিল বারাঙ্গনা বাহির ভবনে॥
নিধুবনবিলাসিনী কামিনী নিকরে।
করিতেছে সুবেশ দর্পণ করি করে।
বালাবধূ পতিভয়ে শঙ্কিতা হইল।
যুবতীর দলে সুখসিন্ধু উথলিল॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাংস্যরব উঠিল মন্দিরে।
সঙ্গীতে বাজিছে তন্ত্রী ধবল মন্দিরে॥
গোপাল গোপাল লয়ে ভাইল ভবন।
আপণি আপণ বান্ধে আপন আপন॥
বিদেশী খুঁজিছে বাসা দোকানে দোকানে॥
প্রাচীনে শুনিছে নব্যে না শুনিছে কাণে॥
এইরূপে ক্রমেতে সবলা বিভাবরী।
শয়ন করিল উষা সহ সহচরী॥
নিদ্রাদেবী আসিয়া ব্যাপিল দুই জনে।
চিত্ররেখা প্রভৃতি দেবী কহেন স্বপনে॥
শুন চিত্ররেখা এ স্বপ্নের বিবরণ।
ভয় না করিহ মনে হইবে পূরণ॥

দ্বারাবতী নামে এক আছয়ে নগর।
তার চতুর্দ্দিগ ব্যাপ্যে রহেছে সাগর॥
সে নগরপতি কৃষ্ণ দৈবকী কুমার।
তথায় যাইতে পারে হেন শক্তি কার॥
তাঁর পুত্র কাম ত্রিভুবনে দুর্নিবার।
অনিরুদ্ধ মহাবীর তাঁহার কুমার॥
সেই আসি উষাকে স্বপনে দেখা দিল।
তাঁহার লাগিয়া উষা আমাকে পূজিল॥
এই লহ মন্ত্র এক দিলাম তোমারে।
এই মন্ত্র বলে তুমি আনিবে তাঁহারে॥
চিত্রপট লিখনেতে হবে কুশলিনী।
স্বেচ্ছাধীন শূন্যপথে হইবে গামিনী॥
এই বলে মহামায়া করিলে গমন।
পূর্ব্বভাগে দেখা আসি দিলেন তপন॥
স্বপ্ন হেরি চিত্ররেখা উঠে চমকিয়া।
উষারে বলিল স্বপ্ন তথ্য বিবরিয়া॥
শুনে উষা বলে সখি কি কথা বলিলি।
বিনামূলে একেবারে আমারে কিনিলি॥
উথলিল শুনে মোর সুখপারাবার।
চিত্রে লিখে দেখা তারে দেখি একবার॥
সুচতুরা চিত্ররেখা শুনে সে বচন।
ছলিতে উষার মনঃ ভাবিল তখন॥
দ্বারাবতী বিনা ছুটী বিস্তার করিয়া।
একে একে দেখাইল ত্রিলোক লিখিয়া॥

তার মাঝে না দেখিয়া উষা নিজ পতি
আকুল হইয়া পুনঃ কহিছে ভারতী ॥
কই সখি সে জনে না দেখি কি কারণ।
বুঝি লো উষার পণ না হয় পূরণ
একে একে যত লিখে করিলে বিস্তার।
যার লাগি মরি প্রাণে নাহি তারাকার
উষার মুখেতে সখী সে কথা শুনিয়া
মনে মনে বলে তারে ধন্যবাদ দিয়া ॥
যার হৃদে যার রূপ দিবানিশি জাগে।
তার রূপ বিনা কি তাহার মনে লাগে ॥
যে হেরেছে শারদীয় পূর্ণ নিশাকরে।
সেই চন্দ্র বিনা তার না লাগে অন্তরে ॥
শুন শুন ওগো সখি আমার বচন।
অমোঘ দেবীর বাক্য না হবে খণ্ডন ॥
এই বলে দ্বিজ শ্যাম অন্তরে হাসিয়া।
লিখিতেছে দ্বারাবতী বিস্তার করিয়া ॥

চিত্রপট।

প্রথমে লিখিল সিন্ধু, তার মাঝে লিখে ইন্দু,
রূমপ্রভা দ্বারিকানগর।
চৌদিগে বেষ্টিত বন, শোভা করিল যেমন,
পরিধি মধ্যেতে শশধর ॥

স্থানে স্থানে সরোবর, লিখে কিবা মনোহর,
তরঙ্গ খেলিছে যেন নীর।
জ্ঞান হয় সরোবর, দেখে বনের সুন্দর,
দুঃখে যেন হয়েছে অস্থির॥
মাঝে লিখে পদ্মগণে, দোলে যেন সমীরণে,
মধু আশে মধুপ উড়িছে।
জ্ঞান হয় কমলিনী, হইয়া যেন মানিনী,
ভৃঙ্গগণে বসিতে না দিছে॥
তীরে লিখে পুষ্পবন, ফুলে করিছে শোভন,
ফুল মাঝে লিখিল ভ্রমরে।
যেন তীর পুষ্পবন, দেখিতে সে সুশোভন,
নেত্র মেলি চাহে সরোবরে।
সারস সারসী সনে, হংসমালা হংসীগণে,
খেলিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
হেমে বাঁধা চারি ঘাট, প্রবালে জড়িত বাট,
সোপানেতে মণি প্রভাকরে॥
নানা বর্ণে তরু লিখি, তদুপরে লিখে শিখী,
নানা পক্ষী উড়িছে বসিছে।
লিখিলেক পশু সব, পতত্রীর কলরব,
যেন এক চিত্তেতে শুনিছে॥
চুম্বিত ধরণীতল, পাদপশাখা সকল,
লিখিলেক ফল ফুলভরে।
করিবারে ফল দান, যেন বৃক্ষ নম্রমাণ,
হইয়াছে পথিকের তরে॥

পরে লিখে বাসস্থান, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ,
বিশ্বজয়ী বিচিত্র রচনা।
ইন্দ্রালয় কত শত, হয়ে আছে অনুগত,
লইতে শোভার এক কণা॥
পরে লিখে যদুপতি, অন্তে হর মুরতি,
রূপেতে বিজয়ী কাদম্বিনী।
বামে লিখিল রুক্মিণী, কাঞ্চনদাম দামিনী,
মহামেঘে যেন সৌদামিনী॥
তাঁর পুত্র ফুলবাণ, যার বাণ ফুলবাণ,
ভীতা হয়ে লিখিলেক তাঁরে।
নাহি দিল শরাসন, জেনে অবিশ্বাসী জন,
বিরহিণী দেখিয়া উষারে॥
উষা বলে চিত্ররেখা, সম রূপ যায় দেখা,
কিবা বুক কিবা লো বদন।
এ নারীর কুলনাশা, মুখে তবু নাই ভাষা,
সখী বলে এই সে মদন॥
সুচতুরা ভাবি মনে, লিখিল অতি যতনে,
রতি সতী পতির কুমারে।
পিতৃধনে ধনবান, জানি দূতী ধনুর্ব্বাণ,
করে দিয়ে দেখায় উষারে॥
যেই নেত্রে নেত্র দিল, অমনি বাণ ছুটিল,
বিন্ধে গিয়া জীবন যেখানে।
উথলিল প্রেমাকুল, নাশিল জ্ঞানের মূল
ধৈর্য্য বাঁধা আর নাহি মানে॥

অন্তরে শুকায় সুখ, মলিন হইল মুখ,
দুই নেত্রে বসুধারা বহে।
বিরহ বাড়বানল, হয়ে উঠিল প্রবল,
চিত্ররেখা প্রতি উষা কহে॥
হেঁলো সখি কি করিলি, কি আমাকে দেখাইলি,
কেমন করিছে যেন মনঃ।
নাশিতে আমার প্রাণ, শত্রু হাতে ধনুর্ব্বাণ,
দিয়ে মোর বধিলি জীবন॥
অন্তর লুটিল যার, নয়নে দেখায় তার,
এতাদৃশ জেন তার গুণ।
প্রেমকে বলি অজ্ঞান, তার অঙ্গে লয় স্থান,
কুলনারী বধয়ে নিপুণ॥
নয়ন দিতে বদনে, চেতন ছাড়ি সদনে,
পলাইল মাতিল মদন।
হইয়া চিত্রপুতুল, করিল মোরে আকুল,
না জানি লো সেই বা কেমন॥
যাকে দেখে প্রাণ যায়, তাকে মনঃ সদা চায়,
কিবা গুণ জানে বুঝি সই।
দেখিয়াছি যে অবধি, ঝরে আঁখি সে অবধি,
তা না হলে সারা কেন হই॥
বলিতে বলিতে ধনী, ব্যাকুল হয়ে অমনি,
নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল।
সখী মন বুঝে তার, বলে কেঁদনা গো আর,
তুই চোর ধরা যে পড়িল॥

উঠ ও রাজনন্দিনি, প্রভাতা দুঃখযামিনী
সুখের দিবস দেখ চেয়ে।
কেন্দনা কেন্দনা আর, এইখানে দেখা তার,
পাবে তুমি নৃপতির মেয়ে ॥
এই বলে নেত্রবারি, স্বীয় অঞ্চলে নিবারি,
নানা রূপে প্রবোধি ঊষায়।
বলে দুঃখ হলো শেষ, বাসরের কর বেশ,
নিরাসনে কেন গো ধরায় ॥
আর কেন কাঙ্গালিনী, সম আছ বিনোদিনী,
অদ্য পতি পাইবে নিশিতে।
বান্ধিয়া বিমুক্ত কেশ, করিয়া মোহিনী বেশ,
বসে থাক ধৈর্য্য ধরি চিতে ॥
সিঁতী কিঙ্কিণী কঙ্কণ, বলয় পদভূষণ,
হারে পয়োধর শোভাকর।
তপ্তকাঞ্চন বরণে, চাক জলদ বসনে,
ভালে চন্দনের চাঁদ ধর ॥
এই বলিয়া ঊষায়, মোহিনী কেশ সাজায়,
কুম্‌কুম্‌ চন্দন অঙ্গে দিয়া।
ধরিবারে পতিচাঁদ, পাতিল মোহিনীফাঁদ,
পদ্মমুখী বাসরে বসিয়া ॥
কর্প্পূর চন্দন চুয়া, ফুলমালা পাণ গুয়া,
পান মিষ্ট জীবন রাখিল।
বাসর সাজায়ে শ্যাম, পুরাইতে মনস্কাম,
অনিরুদ্ধে আনিতে চলিল ॥

দ্বারিকা গমন।

দুর্গা বলে দেবীদত্ত মন্ত্র করি মনে।
মহাবেগে চিত্ররেখা উঠিল গগণে॥
দ্বারাবতী অভিমুখে বেগেতে চলিল।
নদ নদী শৈল গ্রাম অনেক ছাড়িল॥
চলিলি মনের বেগে পবন জিনিয়া।
নিমিষেতে দ্বারাবতী উত্তরিল গিয়া॥
দেখিল প্রহরীচক্র আছে সুদর্শন।
অরিপুর সুদর্শন রিপুর শমন॥
ভাবে দূতী মনে মনে উপায় কি করি।
উপায় করিতে আজি প্রাণে পাছে মরি॥
ইহার বারতা যদি আগে জানিতাম।
তবে কি এমন কার্য্য স্বীকৃতা হতাম॥
না বুঝিতে পারিয়া দেবের মায়া ফন্দি।
পাদদড়ী গলে লয়ে হইয়াছি বন্দী॥
কি করে বা প্রবেশিব নগর ভিতরে।
কি করে বা সাধি কার্য্য ইহার গোচরে॥
এ যে মহা তেজস্কর দেখে ভয় লাগে।
বজ্ররাশি কাটে যদি পড়ে এর আগে॥
ইহাকে লঙ্ঘিয়া আমি কি রূপে যাইব।
পরের লাগিয়া কি আপনা বিনাশিব॥
জীবন হইতে ধন আর কিবা আছে।
যত কিছু বল সব জীবনের পাছে॥
হলোনা হলোনা পণ উষার পূরণ।
কি রূপে রাখিব আমি উষার জীবন॥
বাসরবাসিনী সে যে পতির আশায়।
ঊর্দ্ধমুখ করে আছে চাতকিনী প্রায়॥

কি রূপে কহিব তারে দারুণ বচন।
বিরহিণী সে যে শুনে ছাড়িবে জীবন॥
এবার উষার প্রাণ কি দিয়ে রাখিব।
কথায় যে আর তারে টালিতে নারিব॥
রাজার কুমারী সুকুমারী সে ললনা।
নাহি জানে কখন এ বিরহযাতনা॥
আমার সমীপে সখী কত যে কান্দিল।
বিনয় করিয়া মোরে কতই বলিল॥
কোথায় রহিলে মাগো কৈলাসবাসিনি।
পতির লাগিয়া উষা বড়ই দুঃখিনী॥
তোমার আদেশে আসি অকুলের কূলে।
প্রাণ যায় রক্ষ গো শঙ্কট অনুকূলে॥
এইরূপে ভাবে দূতী আকাশ উপরে।
জানিলেন চক্রধারী পুরের ভিতরে॥
বিশেষ দেবীর বাক্য এই ভাবি মনে।
সংগোপন করিলেন হাসি সুদর্শনে॥
সুদর্শন অদর্শন সহসা হইল।
মহামেঘে বজ্রানল যেন লুকাইল॥
চিত্ররেখা সেই রূপ নয়নে দেখিয়া।
মনে মনে চিন্তা করে বিস্ময় হইয়া॥
বলে যারে দেখিলাম আগুন আকার।
পরে তারে দেখিতে হইল নিরাকার॥
বুঝিলাম দেবীর কিঙ্করী ভাবি মনে।
বিশেষ করিয়া মনে সুজন রাজনে॥
বুঝি সুদর্শন লক্ষ অসি ধারে ছিল।
মনেতে করিয়া তাই বুঝি লুকাইল॥
এই বলে দেবীপদ ভাবিয়া অন্তরে।
নিমিষে প্রবেশে গিয়া আগার ভিতরে॥

উষানাথ আশে দূতী খুজে ঘরে ঘরে।
কামকুমারের ঘরে উত্তরিল পরে ॥
দেখিল শয়নে আছে কামের কুমার।
অমনি করিল মায়া মন্ত্রের বিস্তার ॥
মন্ত্রের প্রভাবে তারে আকাশে তুলিয়া
শোণিতপুরেতে শ্যাম চলিল লইয়া ॥

উৎকণ্ঠিতা।

এখানেতে বিনোদিনী, নববাসক বাসিনী,
উষা দৈত্যপতির দুহিতা।
দূতী সখী আগমনে, বিলম্ব দেখিয়া মনে,
ভাবিতেছে হয়ে উৎকণ্ঠিতা ॥
বলে সখী না আইল, বিরহে প্রাণ দহিল,
আর জ্বালা সহিতে না পারি।
পিকের পঞ্চম স্বর, যেন বিষমাখা শর,
কত সবে বিরহিণী নারী ॥
ডাকিছে মধুপকুল, কাণে যেন হানে শূল,
মনসিজ অন্তর পোড়ায়।
কুম্‌কুম্ চন্দন চুয়া, ফুলমালা পাণ গুয়া,
এবে সব হলো বিষ প্রায় ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, নূপুরাদি অলঙ্কার,
দেহ মোর দংশন করিছে।
মলয় গিরির বায়, তাপে তনু জ্বলে যায়,
শশী বিষরাশি বিতরিছে ॥

কৃষ্ণের দ্বারিকাপুর, শুনিয়াছি বহু দূর,
বুঝি সখী যেতে না পারিল।
কিম্বা দ্বারপালগণে, দেখে ভয় পেয়ে মনে,
না জানি কি ফিরে বা আইল॥
নিশি প্রায় অবসান, আকুল হতেছে প্রাণ,
না পূরিল মনের বাসনা।
এবে কি করি উপায়, কিসে প্রাণ রক্ষা পায়,
কে নাশিবে বিরহ যাতনা॥
এইরূপে বিনোদিনী, নব বাসর বাসিনী,
ভাবিছে কপালে কর দিয়া।
এমন সময়ে দেখা, দিল আসি চিত্ররেখা,
কামপুত্রে হরণ করিয়া॥
মুদিত পদ্মনয়ন, পালঙ্কে করে শয়ন,
আছে রতিপতির কুমার।
সাধিতে মনের সাধ, যেন নারীধরা ফাঁদ,
পাতিয়াছে কাম দুরাচার॥
তপ্তকাঞ্চন বরণী, দৈত্যসুতা সুবদনী,
প্রাণকান্তে দেখিয়া নয়নে।
যেমন চাতকীগণ, নব মেঘ দরশন,
করে সন্তোষিত হয় মনে॥
বলে কুষ্মাণ্ডনন্দিনী, শুন ওগো নিতম্বিনি
রসবতি বলি গো তোমারে।
যারে দেখেছ স্বপনে, পরে চিত্র দরশনে,
এখন সাক্ষাতে দেখ তারে॥
শুনি সখীর বচন, কহিছে উষা তখন,
কি আর অধিক কব সই।
দিয়ে অমূল্য রতন, কিনিলি মম জীবন,
চিরদিন দাসী হয়ে রই॥

মনে ছিল না আমার, দেখা যে পাইব আর,
তুমি তার হয়ে অনুকূল।
সাধিলে মনবাসনা, নাশিলে যত যাতনা,
অকূলেতে মিলাইলে কূল ॥
এই কথা বলে ধনী, নীল পঙ্কজ নয়নী,
পতি কাছে যাইতে উঠিল।
বুঝিয়া উষার মনঃ, করে তারে নিবারণ,
পুনঃদূতী কহিতে লাগিল ॥
ছিছি একি বিনোদিনী, হয়ে কুলের কামিনী,
আপনা হইতে যদি যাবে।
রমণীকুলের যত, মান সব হবে হত,
অবশেষে বড় লাজ পাবে ॥
দেখ মনেতে বিচারি, পুরুষের কাছে নারী,
কত বড় আছে গো মানেতে।
হেন মান বিনাশিয়ে, কেন অল্পের লাগিয়ে,
কালি দিবে কামিনীকুলেতে ॥
দেখ দেখি সুবদনি, সুস্থিরা কত রমণী,
যার লাগি সদা পোড়ে মনঃ।
তার সঙ্গে দেখা হলে, একপাশে যায় চলে,
তবু নাহি প্রকাশে মদন ॥
বিদরে যদি হৃদয়, তবু নাহি প্রকাশয়,
কুলকামিনীর এই রীতি।
বাহিরে প্রকাশে রাগ, মনে রেখে অনুরাগ,
ক্রিয়াতে দেখায় তারে প্রীতি ॥
জীবন ছাড়িতে পারে, তবু মান নাহি ছাড়ে,
মান হতে আছে কি গো আর।
তমিত রাজার কন্যা, রূপে গুণে ধরাধন্যা,
কেবা তুল্য আছে গো তোমার ॥

তোমার বদন ইন্দু, দেখিয়া কামের সিন্ধু,
উথলিয়া উঠিলে ইহার।
তুমি তরিবার তরি, দেহ যদি পার করি,
তবে সখী হইবে গো পার॥
তাই বলি সুবদনে, আকুল না হও মনে,
পূর্ণ হবে মনের বাসনা।
তোমার যৌবন রাশি, আমি চিত্ররেখা দাসী
ইথে আর কি আছে ভাবনা॥
রমণীর নেত্রবাণ, বড়ই সে বলবান,
তার আগে স্থির কেবা হয়।
ভ্রূভঙ্গে ভুলে মদন, ঋষির রসায়নঃ,
পবন অমনি স্থির রয়॥
বিশেষ তব নয়নে, শোভিত দেখে অঞ্জনে,
মদন বসিয়া তার পাশে।
আকর্ণ পূরে সন্ধান, ধরে ফুল ধনুর্ব্বাণ,
আছে জ্ঞান হরিবার আশে॥
পড়িলে হেন নয়নে, স্থির না থাকিবে মনে,
মনসিজে হইলে তাপিত।
তব প্রতি শত শত, প্রিয় বাক্য অনুগত
হয়ে সখী হবে প্রকাশিত॥
শরচ্চন্দ্র স্মেরাননে, থাকিয়া নম্র বদনে,
অপাঙ্গে চাহিবে একবার।
পাইবে পরম সুখ, ঘুচে যাবে যত দুঃখ,
কোন জ্বালা না থাকিবে আর॥
শুনে শ্যাম সে বচন, সখীকে কহে তখন,
শুন শুন অমৃতভাষিণি।
বিলম্ব করোনা আর, কর শীঘ্রোপায় তার,
বিফলেতে যায় যে যামিনী॥

পরিচয়।

উষার বচন শুনে চিত্ররেখা মায়ানিদ্রা হরে নিল।
কামের কুমার চেতন পাইয়া পালঙ্কে উঠে বসিল ॥
লোহিত নলিনী বিজয়ী নয়নে জাগিছে কামের বাণ।
নয়নে নয়নে পড়িতে দোঁহার দোঁহারি বিন্ধিল প্রাণ ॥
হিয়া দুর দুর করিতে লাগিল অধরে দশন চাপে।
মদন অলসে খসিল কাঁচলি সঘনে জঘন কাঁপে ॥
চঞ্চল হইল সুচারু নয়ন তাহাতে লোহিত রেখা।
উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিতেছে চিত্ররেখা ॥
কেবা তুমি হও এখানেতে কেন সত্য কহ মহাশয়।
দেব কি মানব যক্ষ কি কিন্নর পাইয়াছি মোরা ভয় ॥
বাণ মহারাজা শুনেছ শ্রবণে ইন্দ্র যারে ভয় করে।
তাঁর অন্তঃপুরে যামিনীকালেতে আইলে কেমন করে ॥
দ্বারেতে প্রহরী আছে যত জনা যুগান্তের যম তারা।
হেন দ্বার দিয়া কি রূপে আইলে মনে করে হই সারা ॥
দেখিয়া রমণী ছল না করিয়া সত্য দেহ পরিচয়।
আমার যে সখী সহসা তোমাকে দেখিয়া পেয়েছে ভয় ॥
রাজার কুমারী আছে একাকিনী বাসর বাসিনী সতী।
অব্যয় যৌবন ধনের সঙ্গতি হইয়াছে ধনবতী ॥
এধনে প্রহরী আছে মীনকেতু করে করি শরাসন।
কার সাধ্য আছে কে পারে লইতে না হলে সখীর মনঃ ॥
সে ধন হরিতে এসেছ কি তুমি হইয়া নবীন চোর।
এ ধনীর কাছে কাম বাঁধা আছে খাটেনা কখন জোর ॥
সখীর বচন শুনে যুবরাজ কহিছে ঈষদ্ হাসি।
শুন সুবদনি যে কথা কহিলে জিনিয়া সুধার রাশি ॥
সাগর মাঝারে যেই দ্বারাবতী আসিতে না পারে কাল।
জগৎ প্রলয়-কারী সুদর্শন সে আছে নগর পাল।

তাহারে লঙ্ঘিয়া ত্রিভুবনে হেন কে আছে পারে আসিতে।
দেবীর কিঙ্করী ভাবে গেল বুঝা এসেছ মোরে ছলিতে ॥
ভাল শুনিলাম কথার বলনি শুনে মোর ভয় হয়।
আমার আলয়ে এসেছ নিশিতে আমি দিব পরিচয় ॥
তোমার যে সখী ধনবতী বটে জানিলাম বিনোদিনি।
চিরদিন মত মনঃ প্রাণ রেখে করিল আমারে ঋণী ॥
সোণার নলিনী জিনিয়া তোমার সখীর মুখের ছাঁদে।
ভুবন মাঝেতে ঘোষণা রাখিল কলঙ্কী করিয়া চাঁদে ॥
নাসিকার আগে দুলিছে মুকুতা হেম মোড়া চারি পাশে।
বিজরী জড়িত যেন চাঁদকলি অরুণ কোলেতে হাসে ॥
নেত্র অবিরত পূরিছে সন্ধান পুরুষ বধের তরে।
যৌবনের গুরু উন্নত হইয়া জাগিছে হৃদয়োপরে ॥
সত্য কি না মিছে বিচার করিয়া দেখ দেখি বিনোদিনি।
মাথার উপরে বেণীর ছলেতে পুষেছ কালসাপিনী ॥
এতেক সহায়ে তোমার সখীর মনে যদি ভয় হয়।
তবে সুবদনে কিরূপ করিয়া আমার জীবন রয় ॥
মোহিনী বিদ্যায় বড়ই নিপুণা তোমার রাজকুমারী।
ব্যাকুল করিল পরাণে আমার আমি নিবারিতে নারী ॥
শুনে রাজবালা অমিয়া বচন কহিছে মধুর স্বরে।
শুন ওলো সখি কহিতে সে কথা এক মুখে নাহি সরে ॥
স্বপনে আসিয়া অবলার প্রাণ যে জন হরিতে পারে।
কেমনি করিয়া বল দেখি সখি মোহকারী বল তারে ॥
যে জনার মনে ক্ষণেকের তরে নারী বধে নাহি ভয়।
কুলকামিনীরা তারে প্রাণ দিয়ে কিরূপে ঘরেতে রয় ॥
অবলার চিতে বিরহ অনলে জ্বালি ঘৃত ঢালে যেই।
বিচার করিয়া দেখ দেখি সখি ব্যাধ কি হইবে সেই ॥
কুলের ললনা পাথারে ভাসান কুলধর্ম্ম হয় যার।
কুলবালা বধে কি কুল নাশিতে ভয় হয় কি লো তার ॥

দ্বারিকার পতি তুমি গো প্রমাণে গোপের কামিনীগণে।
কলঙ্কের ডালী শিরে তুলে দিয়ে নাচান আড়নয়নে॥
কুলবতী সতী কুল লাজ ভয়ে ভীতা হয়ে থাকে যারা।
গুণকরা বাঁশী কি গুণ ফুৎকারে শুনে ছুটে যায় তারা॥
যদি কোন সতী কাণে হাত দিয়া ঘরে লুকাইয়া থাকে।
তাঁহার তনয় মনসিজ নাম কি রূপে নিবারে তাঁকে॥
কামিনীর কাল বড়ই বিষম কেহ না পারে আঁটিতে।
কুল নাশাগুণ করেতে করিয়া হাসিয়া প্রবেশে চিতে॥
শরীর থাকিলে কুলবতী রব একবারে হত লয়।
এইহেতু লোকে বুঝে ফুলবাণে অতনু বলিয়া কয়॥
তাঁর বংশধর হয়ে যদি কুল-নারী বধে ভয় হবে।
ওলো চিত্ররেখা চিরদিন তরে ভবে যে কলঙ্ক রবে॥
মিথ্যা কভু হয় দেখ বিচারিয়া শাস্ত্রকারে যাহা কয়।
পদ্মরাগ মণি আকরে কখন কাচের জনম হয়॥
কি আর বলিব ওলো চিত্ররেখা ভেবে দেখ দেখি চিতে।
শঠের সমান আছে কেবা আর নারীর কুল নাশিতে॥
বলিতে বলিতে বিরহ পয়োধি অন্তরেতে উথলিল।
নয়ন নদীর দুকূল ভাসিয়া দুকূল ভেসে উঠিল॥
চতুর স্মরজ অনুরাগ চিহ্ন উষার দেখি নয়নে।
নয়ন মধুপ রাখিল সখীর প্রফুল্ল সরোজাননে॥
বুঝে চিত্ররেখা হাসি সুললিত বাক্য বিতরিল তারে।
অমনি উঠিয়া দ্রুতবেগে গিয়া কোলেতে নিল উষারে॥
মুখ সরসিজ চুম্বিয়া কহিছে কেন্দনা প্রিয়সি আর।
মন্মথ সাগর তরিতে তরণী তুমি সে প্রিয়ে আমার॥
ধন জন মান জীবনের প্রিয়ে তুমি সে হও ভূষণ।
জীবন যৌবন সকল সে তুমি তোমাতে ডুবেছে মনঃ॥
ত্রিভুবন মাঝে যত্তেক রূপসী না হয় তোমার সমা।

ওহে রসবতি কি আর কহিব বিচারিয়া দেখ মনে।
আমাকে স্বপনে দেখেছ যে তুমি না জানি আমি স্বপনে ॥
এই কথা বলে উত্তরী অঞ্চলে নেত্রনীর মুছাইল।
অনেক যতনে প্রবোধ বাক্যেতে ঊষারে শান্ত করিল ॥
পরে চিত্ররেখা কামপুত্র সহ উষার বিবাহ দিয়া।
আনন্দিত মনে দুজনে রাখিয়া স্থানান্তে রহিল গিয়া ॥
যুবক যুবতী প্রফুল্ল অন্তরে বাসরে গিয়া বসিল।
দ্বিজ শ্যাম বলে বিলম্ব করোনা নিশাপ্রায় পোহাইল ॥

বিহার।

কামসাগর দম্পতি পার তরে।
সুধাধার ধরি সুধাপান করে ॥
চারুপদ্মদল বিজয়ী নয়নে।
বসি লক্ষ্য করে মনভু দুজনে ॥
ফুলবাণ যেমন মনে পশিল।
অমনি উভয়ের মনঃ টলিল ॥
কুহরে অটবী প্রিয় কণ্ঠস্বরে।
মদনাগুণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ॥
নৃপবালিকা অঙ্গ দিগঙ্গী করে।
বিনয়ে কহিছে ধনী হাত ধরে ॥
দেখ প্রাণ মোর হতেছে বিকল।
এত নাহি জানি জানিছ সকল ॥
প্রেমযোগ্য হলে প্রেমযজ্ঞ করে।
প্রেমাযোগ্য জনে নাহি জোর করে ॥
দেখ ক্ষুদ্র ফুলে অলি চিত্ত রসে।
কলিকাতে অলি কভু নাহি বসে ॥
ফুল শোভা করে সময়ে ফুটিলে।

নবমেঘ তুমি আমি চাতকিনী।
তুমি পূর্ণ শশী আমি কুমুদিনী॥
রমণীর এত মিনতি শুনিয়া।
কামপুত্র কহে তারে আশ্বাসিয়া॥
কেন শঙ্কা কর মনে প্রাণপ্রিয়ে।
ভয় নাহি রবে যাইবে টুটিয়ে॥
মম জীবন দহে মনোজবাণে।
প্রাণ রক্ষ মৃগাক্ষি কটাক্ষ দানে॥
দেখ সূর্য্যকর নহিলে নলিনী।
কভু নাহি ফুটে করিণীগামিনি॥
দেখ চন্দ্র বিনা কোথা ইন্দীবর।
হইয়াছে প্রফুল্ল না ভয় কর॥
বলিয়া ছলিয়া বাহু পাশ করি।
কামিনী ধরিয়া নিল কোলে করি॥
নৃপনন্দিনী বাহু সোণার লতা।
কামনন্দন মাঝোতে রত্ন যথা॥
করপদ্ম করে কুচশম্ভু শোভা।
বলিহারি শোভা মুনিচিত্ত লোভা॥
নৃপনন্দিনী পদ্মিনী নেত্র দলে।
পশিল পতি নেত্র অলি যুগলে॥
প্রভাকর জিনি সুধা ধারাধরে।
পতি কুন্দ বিনিন্দিত দন্তে ধরে॥
মনোহারী নিতম্বেতে কাঞ্চি বাজে।
কামনন্দন কামরণেতে সাজে॥
কামসিন্ধু মনে উথলে উঠিল।
আবেশে রমণী টলিয়া পড়িল॥
কোমলাঙ্গেতে স্বেদ কীলাল ঝরে।
কামনন্দন কামক্রতু নিবারে॥

জলক্রীড়া করি বিহরে দুজনে।
শ্যাম তোটকছন্দ আনন্দে ভণে॥

উভয়েতে এই রূপে, কিছু দিন চুপেচুপে
করে দোঁহে প্রেম আলাপন।
দেখ খেলা বিধাতার, গর্ব্ভ হইল উষার
পলাইল সুরভি রাজন॥
ক্ষীণ কটী দিন দিন, স্থূল হয়ে আঁটে চীন,
শরীর হইল গুরু ভার।
অলি মাছি সম রেখা, দুই গণ্ডে দিল দেখা,
বর্ণ হইল পাণ্ডুর আকার॥
মুখে সদা উঠে বারি, উদর হইল ভারি,
স্তনমুখে পড়ে কালি দাগ।
ঘন উঠিছে জৃম্ভণ, অলসে অবস মনঃ,
ধরাশয্যা সদা অনুরাগ॥
আহারে না লয় মনঃ, মলিন পদ্মনয়ন,
দীর্ঘশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে।
হইল মন্থর গতি, বাণকন্যা রসবতী,
সদা থাকে বসিয়া নির্জ্জনে॥
এক দিন সে রূপসী, পতির নিকটে বসি,
কহিতেছে বিনয় করিয়া।
শুন নাথ নিবেদন, আজি এত মম মনঃ,
উচাটন করে কি লাগিয়া॥
আমা প্রতি তব মনঃ, পূর্ব্বেতে ছিল যেমন,
সে মনঃ এখন কি তেমন।
আছে নাথ বল তাই, শুনিতে উৎসুক পাই,
তব পায় সঁপেছি জীবন॥

তোমা বিনা কেবা আর, আছে হে বল আমার,
তুমি চাঁদ আমি কুমুদিনী।
শত কাল জীয়ে রই, তোমা ছাড়া যেন নই,
কিবা দিন কিবা তমস্বিনী॥
দেখিলে তোমার মুখ, দুঃখ থাকিলেও সুখ,
পারাবার উথলে আমার।
তুমি নব কাদম্বিনী, আমি তব চাতকিনী,
পিপাসিতা সদাই তোমার॥
দেখ হে বিধির লেখা, স্বপনে পাইয়া দেখা,
তব আশে পূজিয়া উমায়।
পেয়েছি তোমারে পতি, রেখ মোর এ মিনতি,
যেন নাথ ভুল না আমায়॥
দেখ করিয়া বিচার, যৌবন হইতে আর,
রমণী জাতির ধন নাই।
জেনে সে যৌবন ধন, কদম্বকলি যে মনঃ,
এই ডরে সদাই ডরাই॥
তুমিত জান সকলি, বাসি ফুলেতে কি অলি,
পূর্ব্বমত করে অনুরাগ।
পুরুষে জানি তেমন, নিত্য নূতনেতে মনঃ,
পুরাতন হইলে বিরাগ॥
শুনি বাক্য প্রিয়সীর, কামের কুমার ধীর,
প্রিয়বাক্যে কহে রমণীরে।
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, ক্ষণ মাত্র না দেখিয়ে,
তব মুখ ভাসি নেত্র নীরে॥
পদ্মিনী মস্তক আছে, তুচ্ছ করি তব কাছে,
তুমি মোর বক্ষঃ বিলাসিনী।
তুমি ধ্যানে তুমি জ্ঞান, তুমি মান অপমান,
প্রাণ মোর তুমি বিনোদিনী॥

তব প্রতি মম মনঃ, এমনি আছে মগন,
যেমন সুধাংশু শশধরে।
তব বাক্য সুধারাশি, আমি চকোর পিপাসী,
বাঁধা আছি চিরদিন ত..॥
মম হৃদয় মাঝারে, চিত্রিতা করি তোমারে,
রাখিয়াছি জনমের মত।
ইথে কি ভুলিতে পারি, তুমি প্রাণাধিকা নারী,
তব প্রেমে সদা আছি রত॥
তোমার বদন চাঁদ, কামের মোহিনী ফাঁদ,
মম মনঃ চকোরে বান্ধিয়া।
রেখেছ একইবারে, উতারিয়া যেতে পারে,
বল প্রিয়ে কি রূপ করিয়া॥
তুমি বিমুখী যে জনে, কি কাজ তার জীবনে,
তোমা হীন ধিক সে জীবন।
তুমি সুপ্রসন্না যার, স্বর্গ তার কাছে ছার,
ধন্য সেই সার্থক জীবন॥
এই জলধি সংসার, মহারত্ন তুমি তার,
মম প্রাণ বিলাসভূষণ।
কেমন করিয়ে প্রিয়ে, বল তোমাকে ছাড়িয়ে,
রবে শূন্য হইয়া জীবন॥
প্রিয়ে তোমার কারণ, যায় যদি এ জীবন,
তবু তোমা ছাড়িতে নারিব।
কি আর অধিক কব, তোমার নিকটে রব,
যত দিন জীবন ধরিব॥
এই রূপে দুই জন, প্রেমে হইয়া মগন,
করিতেছে প্রেম আলাপন।
বজ্রমুষ্টি নামে দূত, বলবানে সে অদ্ভুত,
রক্ষা করে উষার ভবন॥

উষাকে পুরুষ সঙ্গ, দেখে কোপে কাঁপে অঙ্গ,
নৃপ কাছে জানাইতে ধায়।
যাইয়া রাজার পাশে, আলুথালু কেশ বাসে,
দৈত্যরাজে সকল জানায়॥
শুনিয়া দৈত্য রাজন, অধরে করে দংশন,
ক্রোধে কম্পমান কলেবরে।
যুগান্ত যম সমান, গদা খড়্গা খরশান,
হস্তে করি উঠিল সত্বরে॥
দেখিল গৃহ মাঝারে, কাছে করিয়া উষারে,
বসে আছে কামপুত্র বীর।
গর্জ্জে উঠিল ভূপাল, যেন প্রলয়ের কাল,
দেখে উষা হইল অস্থির॥
পতিপ্রেমে প্রেমাধীনী, সুপ্রফুল্ল সরোজিনী,
স্মেরানন ভয়ে শুকাইল।
পতির মুখ চাহিয়া, কহিছে রাম কান্দিয়া,
অহে নাথ প্রমাদ ঘটিল।
ঐ দেখ পিতা মোর, কালান্ত সমান ঘোর,
ভয়ানক গদা হস্তে করি।
আসিয়াছে ক্রোধভরে, দেখে প্রাণ কাঁপে ডরে,
কি উপায়ে প্রাণ রক্ষা করি॥
আমি মরি নাহি দুঃখ, বিদরিয়া যায় বুক,
মনে করে তব অমঙ্গল।
উপায় বলিয়া দাও, কিসে তুমি রক্ষা পাও,
প্রাণ মোর হয়েছে বিকল॥
বাক্য শুনি রণধীর, অনিরুদ্ধ মহাবীর,
প্রিয়সীরে কহে আশ্বাসিয়া।
শুন [illegible] সুবদনে, ভয় মোর ত্রিভুবনে,
নাই থাক সুস্থিরা হইয়া॥

কন্দর্প তনয় আমি, পিতামহ অন্তর্যামী,
দৈত্যকুলান্তক চক্রধারী।
সৃষ্টি সংস্থিতি প্রলয়, তাঁহার কটাক্ষে হয়,
অহে বাণনৃপতি কুমারি॥
এই বলে মহাবীর, কান্তাকে করে সুস্থির,
এখানেতে বাণের কিঙ্কর।
ধরে তীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ, আকর্ণ পূরে সন্ধান,
মারে অনিরুদ্ধের উপর॥
পরিখ করিয়া করে, অনিরুদ্ধ যুদ্ধ করে,
অনেকের জীবন হরিল।
পরে বাণের সংহতি, যুদ্ধ করে মহামতি,
নাগপাশে বন্ধন হইল॥
নারদ আসি তথায়, কাটিতে নিষেধে তায়,
শুনে বাণ রাখে কারাগারে।
নারদ হলে বিদায়, শীঘ্রগতি শ্যামে যায়,
যুদ্ধ তথ্য কহিতে উষারে॥

উষার খেদ।

নাগপাশে বামপুত্র বন্ধন হইল।
সখী মুখে শুনে উষা ধরায় পড়িল॥
চন্দ্রানন ঢাকিলেক গলিত কুন্তলে।
মেঘ যেন ঝাঁপিলেক সুধাংশুমণ্ডলে॥
বেগবৎ হয়ে বহে নয়নের নীর।
ভিজিল বসন ধারা কোমল শরীর॥
অনল চুম্বিত বায়ু সমশ্বাস অতি।
বহনে দুহিছে নাসিকার গজমতি॥
সঘনে কাঁপিছে বিম্ব বিজয়ী অধর।
ধূলায় লোটায় পীনোন্নত পয়োধর॥

মনোজ তনুজ হৃদি সরোজ শায়িনী।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে সম কাঙ্গালিনী॥
পতি বিনে কিছুই জানেনা যে ললনা।
সদা থাকে সে যে পতি ধ্যানেতে মগনা॥
হেন পতি বিহনে কেমনে সে জীবনে।
বাঁচিবে নবযৌবনা ভাবি তাই মনে॥
কত রূপে সখীগণ প্রবোধে উষারে।
কিছুতে উষারে তারা বুঝাইতে নারে॥
পতি বিনে যে ললনা কিছু নাহি চায়।
সে কেমনে বুঝে সুধু কথায় কথায়॥
পতি প্রেমসাগরেতে ডুবায়েছে মন।
কিরূপ করিয়া রামা ভুলিবে সে জন॥
নৃপতি কুমারী সতী পতিপরায়ণা।
সেকি সহিবারে পারে পতির যাতনা॥
রসবতী পতিদুঃখে দুঃখিনী হইয়া।
আকুল বাস ভূষণে কান্দে বিনাইয়া॥
অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে।
তোর বিধি বশে অবলার প্রাণ পোড়ে॥
কুলবতী রমণীর রমণ পরাণ।
তাহা বিনা ত্রিভুবনে কেবা আছে আন॥
ওলো চিত্ররেখা বল কি করি উপায়।
কিসে মুক্ত করি নাথে বন্ধনের দায়॥
শরীর তাঁহার নীল নলিনী যেমন।
সে যে ভয়ানক নাগপাশের বন্ধন॥

সাপিনী পাপিনী আমি ডাকিনী হইয়া ।
যাতনা দিলাম তাঁরে আলয়ে আনিয়া ॥
ভালত ছিলেন নাথ আপন মন্দিরে ।
কেনবা আনিয়া তুই দিলি দুঃখিনীরে ॥
কোথায় পাইত তবে তাঁর দরশন ।
না হইত নাথে নাগপাশের বন্ধন ॥
কৃতান্ত সমান পিতা অতি নিদারুণ ।
পরাধীনী নারী জাতি কুলেতে আগুণ ॥
কোমল শরীরে কত করেছে আঘাত ।
স্বর্ণ অঙ্গে কতবা হতেছে রক্তপাত ॥
দুঃখিনী লাগিয়া নাথ কত পান দুঃখ ।
মনে করে অরে সখি বিদরিছে বুক ॥
সে জন বিহনে প্রাণ কেমনে রাখিব ।
দেহ মোরে হলাহল জীবন ছাড়িব ॥
এই বলে সুবদনী কান্দিতে লাগিল ।
দেখে চিত্ররেখা নেত্র নীরেতে ভাসিল ॥
ধরাতল হতে ধনী করেতে ধরিয়া ।
বসায়ে আপন কোলে কহে প্রবোধিয়া ॥
ও রাজকুমারি আর কেন্দনা কেন্দনা ।
যাইবে তোমার প্রাণনাথের যাতনা ॥
পূর্ব্বে যদি মোর কথা শুনিতে শ্রবণে ।
তবে কেন এত দুঃখ পাবে তুমি মনে ॥
কি আর হইবে বল এখন কান্দিলে ।
কান্দিতে কি হয় প্রেম ভাবিয়া করিলে ॥

সহজ শরীর নহে পেটে আছে কাল।
মনের আগুণে পাছে ঘটাও জঞ্জাল ॥
বিপদ বিনাশকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন।
এ সময়ে তাঁরে সখি কর গো স্মরণ ॥
তিনি বিনা এবিপদ কে নাশিতে পারে।
অতএব সুবদনি ডাক তুমি তাঁরে ॥
দূতীর ভারতী শুনে উষা রসবতী।
করযোড় করি কহে করিয়া মিনতি ॥
কোথা হে দ্বারকাপতি শ্রীমধুসূদন।
রক্ষা কর আসি তব সুতের নন্দন ॥
তোমা বিনা এ দাসীর কেহ নাহি আর।
বিপদসাগরে প্রভু তুমি কর্ণধার ॥
এইরূপে করে স্তুতি বাণের কুমারী।
জানিলেন অন্তরজ্ঞ দেব চক্রধারী ॥
আকাশে থাকিয়া হরি উষারে ডাকিয়া।
কহেন মধুর বাক্যে আশ্বাস করিয়া ॥
কেন্দনা কেন্দনা আর বাণের তনুজে।
উদ্ধারিব শীঘ্র আসি মনোজ তনুজে ॥
পতঙ্গ সমান বাণ কি করিতে পারে।
তার সাক্ষ্যে অনিরুদ্ধে মিলাব তোমারে ॥
এই বলে দৈত্যরিপু আশ্বাস করিয়া।
দ্বারাবতী আসি সবে কহেন ডাকিয়া ॥
কোথা অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন।
তোমাদের মধ্যে নাহি দেখি কি কারণ ॥

আমার নিকটে তারে আন শীঘ্রতর।
তারে না দেখিয়া মোর ব্যাকুল অন্তর॥
ইতি মধ্যে দেবর্ষি নারদ তপোধন।
আসি কামপুত্রের কহিল বিবরণ॥
শুনিয়া যাদবগণ ক্রোধিত অন্তরে।
যুদ্ধসজ্জা করি শ্যাম চলেন সত্বরে॥

যুদ্ধে যাত্রা।

যতেক যাদব বীর, ক্রোধে কম্পিত শরীর,
যুদ্ধ করিবারে সবে ধায়।
রথরথী গজ বাজী, সেনা সেনাপতি সাজি,
পদভরে কাঁপায় ধরায়॥
কেহ খড়্গা খরশান, কেহ তীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ,
করে করি বেগেতে চলিল।
রথ হস্তির গর্জ্জনে, ভূমিকম্পে ক্ষণে ক্ষণে,
দশ দিগ ধূলায় পূরিল॥
হয় হিসার রব জালে, যেন প্রলয়ের কালে,
উথলিল প্রলয় সাগর।
রজত গিরি বরণ, হল মুষল ধারণ,
করি যুদ্ধে যান হলধর॥
সাত্যকিরে সঙ্গে করি, গদা শার্ঙ্গ ধনু ধরি
শিব বাক্য করিতে পালন।
চলিলেন যদুপতি, পূরাইতে দৈত্যপতি,
চিরস্থিত মনের মনন॥

বাহু কাটিবারে হরি, ক্ষুরপাশ অস্ত্র ধরি,
মারিলেন বাণভুজবনে।
কাটিল সকল কর, হৈল চতুর্ভুজ ধর,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িলেক রণে॥
বাণে করিতে রক্ষণ, আসিলেন পঞ্চানন,
আগমন করি রণস্থলে।
কিছুকাল যুদ্ধ করি, রণভূমি পরিহরি,
ভঙ্গ দেন লইয়া সদলে॥
শিব জ্বর বিষ্ণু জ্বর, করে যুদ্ধ ঘোরতর,
পরাজয় হৈল শিব জ্বর।
বিজয় হইলে হরি, বাণ নৃপে সঙ্গে করি,
শিব আসি কৃষ্ণের গোচর॥
যুদ্ধে করিলেন ক্ষান্ত, পরেতে রুক্মিণীকান্ত,
দৈত্যরাজে দিলেন অভয়।
ভূষণে ভূষিত করি, দাসদাসী হয় করী,
কৃষ্ণে বাণ দিল সমুদয়॥
উষাকন্যা সহ বাণ, লয়ে কামের সন্তান,
কৃষ্ণ পায় করিল অর্পণ।
প্রেমে হয়ে উতরোল, কাম বাণে দিল কোল,
দোঁহে হৈল আনন্দে মগন॥
শিব কৃষ্ণ সম্ভাষণ, মণি কাঞ্চনে মিলন,
বহু দিন পরেতে হইল।
দেখিয়া দেবতাগণ, পারিজাত বরিষণ,
হরিহর পদেতে করিল॥

পরে দেব দৈত্যঅরি, দৈত্যরাজে তুষ্ট করি,
শিব কাছে লইয়া বিদায়।
আনন্দে হয়ে মগন, লয়ে সব বন্ধুগণ,
আইলেন পুরী দ্বারকায়॥
দ্বারাবতী রামাগণ, বেগে করিছে গমন,
বরকন্যা দেখিবার আশে।
দেখিতেছে বিমানেতে, মহামেঘের কোলেতে,
যেন স্থিরদামিনী প্রকাশে॥
যতেক কৃষ্ণের বধূ, হেরি নাতি নাতিবধূ,
সকলের হৈল হৃষ্টমতি।
প্রফুল্ল হয়ে অন্তরে, পুত্রবধূ নিল ঘরে,
কামের বনিতা রতি সতী॥
পরে বিধি অনুসারে, বিবাহ দিয়ে দোঁহারে
সুখে বাস করেন শ্রীহরি।
গ্রন্থ হৈল সমাপন, শ্যামের যাহা মনন,
পূর্ণ হৈল বল হরি হরি॥